গাংনীতে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারি আটক

মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি থেকে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক পাচারকারিকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে আকুবপুর চেকপোষ্ট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয় ৩০ বোতল ফেনসিডিল।

আটককৃতরা হলো-গাংনীর বামুন্দির মৃত রেজাউল ইসলামের ছেলে আলামিন হোসনে (৩৮)ও আফিরুল ইসলামের ছেলে জাব্বারুল ইসলাম(৩৫)। এসময় মাদক পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,, দুইজন মাদক পাচারকারি মোটরসাইকেল যোগে মাদক নিয়ে আকুবপুর পুলিশ চেকপোষ্ট এলাকা পার হচ্ছে বামুন্দি বাজার এলাকায় আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম অভিযান চালায়।

এসময় আলামিন হোসেন ও জাব্বারুল ইসলাম নামের দুজনকে আটক করা হয়। তাদের সাথে থাকা একটি ব্যাগ তল্লাশি করে ৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয় এবং একটি মোটর সাইকেল জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান,আটককৃতদের মাদক আইনে মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে । অভিযান পরিচালনা করেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ এসআই কামরুজ্জামান ও এসআই আজাদ ।

দর্শনায় দুটি ইটভাটার কারনে ৬

গ্রামের মানুষ অতিষ্ট

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার দুটি ইটভাটার কারনে ৬ গ্রামের মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। এতে করে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মাটিদস্যুদের খাল-পুকুর ও কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব চলছে। যে কারণে মাটি বহনের ট্রাক্টরের শব্দে রাতের ঘুম হারাম হয়ে পড়েছে ৬টি গ্রামের বসবাকারী মানুষের। এর প্রতিকার চেয়ে প্রশসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে ভুক্তভোগীরা।

সরেজমিনে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার পাশাপাশি দুটি গ্রামে আধা কিলোমিটার দুরত্ব দুটি ইট ভাটা গড়ে উঠেছে। এ ভাটা দুটির মধ্যে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে ও দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট শামসুল ইসলাম সড়কের সাথে আকন্দবাড়িয়া গ্রামে। এ দুটি ইটভাটার কারনে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড, দক্ষিণচাঁদপুর, আকন্দবাড়িয়া, রতিরামপুর, রাঙ্গিয়ারপোতা, সিংনগর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর সহ কয়েক গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মানুষের ঘুম হারাম করে দিয়েছে ভাটা মালিক পক্ষ। সড়কজুড়ে অবৈধ ট্রাক্টরের দৌরাত্ম্যের কারনে অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ফেসবুকেও করছে পোষ্ট। তাই ৬ গ্রামের মানুষ কোন উপায়ন্ত না পেয়ে প্রশাসনের কাছে হস্তক্ষেপ কামনা করছে। গত বছরের ২০২২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পর্যালোচনা সভা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সন্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অংশ নেওয়া কর্মকর্তাদের অধিকাংশই আইনটি সংশোধনের আগে আরও পর্যালোচনার তাগিদ দিয়েছেন। সেই সাথে

পাশাপাশি ২০১৯ সালের ইটভাটা আইনে বলা হয়েছে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তাহলে কিসের বলে কিসের জোরে জ্বালানী কাঠ ব্যাবহার করছে। তাহলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন টাকা খেয়ে অনুমোদন দিয়েছে পশ্ন তুলছে সাধারন মানুষ। সংশোধনী আইনে পরিস্কার বলা হয়েছে কোন ভাটা কয়লা ছাড়া কোন জ্বালানী কাঠ ব্যাবহার করতে পারবে না। তাহলে এদের খুটির জোর কোথায়। কোন আইন তোয়াক্কা না করে চালিয়ে যাচ্ছে অবৈধ ইট পোড়ানো ব্যাবসা। এ ভাবে চলতে থাকলে পরিবেশ পড়ছে হুমকির মুখে। একদিকে মাটিকাটার দৌরাত্ম্য অন্যদিকে কাঠ পোড়ানোর মহাউৎসব।এ মাটিদস্যুদের কৃষি জমির মাটি কাটার

শঙ্কায় রয়েছি। গত বছরে দর্শনা রামনগরে স্কুল ছাত্র, রাঙ্গিয়ারপোতায় মোটরসাইকেল চালক ও সিংনগরে মাটিকাটা এক শ্রমিক মাটিকাটা ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে সড়কেই তরতাজা প্রান গিয়েছে এ তিনজনের।

এ বিষয়ে দর্শনা ষ্টার ব্রিকসের সত্বাধিকারী ইদ্রীস আলীকে ফোন দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেনি। সুপার ব্রিকসের সত্বাধিকারী ফরমান মিয়া বলেন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি গাড়ির মধ্যে রয়েছি, দু’দিন পর এসে কথা হবে। এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, এ ধরনের কর্মকান্ড না করার নির্দেশনা দিয়েছি। না মানলে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টর মাধ্যমে আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

আলমডাঙ্গায় তিব্র শীতে ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত নারী-পুরুষ

নিম্ন তাপমাত্রার পাশাপাশি তিব্র শীতে সাধারণ মানুষ ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলছে না।

শীত নিবারণের জন্য গরম পোশাকের সঙ্গে বেছে নিচ্ছে খড়কুটোর আগুন। এরই মধ্যে আলমডাঙ্গায় নারী-পুরুষের পাশাপাশি শিশুরা ডাইরিয়া, নিউমোনিয়া, সর্দি,কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ শীত জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

ঘন কুয়াশার কারনে বৌরো আবাদের বীজ তলার চারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পান, আলু, গম সহ বিভিন্ন ফসল কুয়াশার কারণের পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নআয়ের মানুষ গরম পোশাক কিনতে ফুটপাতসহ বিভিন্ন দোকানে ভিড় জমাচ্ছে।

এদিকে তিব্র শীতের প্রভাবে আলমডাঙ্গার ৫০ শয্যা হারদি হাসপাতালে

রোগের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। নারী-পুরুষ ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শিশুরা নিউমোনিয়া ও সর্দি জ্বরসহ শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে আলমডাঙ্গার ৫০ শয্যা হারদি হাসপাতালে নারী-পুরুষ ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১ শ জন ভর্তি হয়েছে। এ রোগে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জন রোগী ভর্তি হচ্ছে। এছাড়াও সর্দি, জ্বর, নিউমোনিয়াসহ শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহে ৭০ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। প্রতিদিন ৫/৭ জন শিশু শীত জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হারদি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

অন্য দিকে, আলমডাঙ্গায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আগুন পোহানোর সময় তাহারন নেসা (৭০) নামে এক বৃদ্ধা দগ্ধ হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃদ্ধার শরীর ৬০-৭০ শতাংশ পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে রেফার্ড করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গা উপেজলার পুটিমারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ তাহারন নেসা চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রোয়াকুলি গ্রামের মৃত ঝড়ু মিস্ত্রীর স্ত্রী।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মারভিন অনিক চৌধুরী বলেন, বৃদ্ধার শরীরের ৬০-৭০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে বোরো ধানের বীজতলা ও আলুক্ষেত রক্ষায় বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। ধানের বীজতলা রক্ষায় সকালে চারার ওপর থেকে শিশির সরিয়ে দেওয়া, সম্ভব হলে চারা রাতের বেলা ঢেকে দেওয়া, বীজতলায় সেচ দিয়ে পরদিন সকালে পানি বের করে দেওয়া এবং বীজতলা লাল হলে জিপসাম ও ইউরিয়া সার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আলুক্ষেতে আগামধসা ও নাবিধসা ছত্রাক যাতে না লাগে, সে জন্য ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে বলা হয়েছে। এ জন্য মাঠপর্যায়ে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানিয়েছেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

হারদি ৫০ শয্যা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. নাজনিন সুলতানা কণা বলেন, শীতের প্রকোপ বাড়ায় হাসপাতালে রোগীর চাপ বেড়েছে। বিভিন্ন সময় মেঝেতেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে অনেককে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকরা।

১২ শয্যার ডায়রিয়া ওয়ার্ডে শনিবার পর্যন্ত ভর্তি আছেন ২৬ জন। এর মধ্যে ১২ জনই শিশু। এছাড়াও নারী-পুরুষ ৪৫ জন ভর্তি আছে।

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার, আসামি পলাতক

পুলিশের মাদক মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মুজিবনগরে ১০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। এ সময় ২ মাদক ব্যাবস্যায়ী পালিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমার নেতৃত্বে শুক্রবার (৭ জানুয়ারি) দিবাগত রাত্রি ২টার সময় মুজিবনগর থানা পুলিশের এস আই উত্তম কুমার,এস আই সাহেব আলীসহ সঙ্গীয় ফোর্স উপজেলার জয়পুর গ্রামস্থ ময়নাতলা মাঠে অভিযান চালিয়ে ১০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেন।

ওসি জানান, এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুজন মাদক ব্যবসায়ী ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে যায়। উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিলের মূল্য অনুমান ২ লক্ষ টাকা।

পলাতক আসামীদের গ্রেফতার অভিযান অব্যাহত আছে। পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্যানেলের সপ্তাহ ব্যাপী

শীতবস্ত্র বিতরণ

সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্যানেলের পক্ষ থেকে সপ্তাহ ব্যাপী জেলার ৪টি উপজেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

গতকাল শুক্রবার (৬ জানুয়ারি) বিকাল ৪টায় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পলাশপাড়ায় মরহুম অধ্যাপক ওয়াজেদ আনোয়ারুল কাদিরের বাড়ির বাগানে প্রায় দুই শতাধিক দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুঃস্হদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন জীবননগর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ইমরুল কাদির বাবু।

হামিদুল ইসলাম সেন্টুর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কো-অর্ডিনেটর ডা. সায়ীদ মেহবুব উল কাদির, এডমিন প্যানেলের মডারেটর লাবণ্য মারু, যুগ্ন কো-অর্ডিনেটর শামস গোলাম হোসেন আবির, শারমিন দিলারা লুনা, সব্যসাচী রাজু, শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ, শিক্ষক মহসিন আলী, মোজাম্মেল হক নেন্টু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা ৮৮ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্যানেলের ঝর্না, মনোজ কুমার আগারওয়াল, জিয়াউর রহমান জিয়া, জাহাঙ্গীর আলম, শাহীন পারভেজ, কামরুল হাসান হিরো, ইসমাইল হোসেন, মনজুর আলম, সাংবাদিক রিফাত রহমান, জহুরুল ইসলাম, আজিম উদদীন। এছাড়া সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন, ঢাকা থেকে বন্ধু প্রকৌশলী শামীমুর রহমান রোমেল, ডা. আসমা উল হোসনা লাকি, ফিরোজা বেগম কেয়া, জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন, নাজমুল হাসান তপু, তৌফিক এহসান বাবু, প্রকৌশলী আনোয়ারুল আজীম বিপুল, জীবননগর উপজেলার যুগ্ন কো- অর্ডিনেটর সাংবাদিক মুন্সী মাহবুবুর রহমান বাবু, আবদুস সালাম ঈশা, হাসানুজ্জামান পলাশ, দামুড়হুদা উপজেলার সাংবাদিক বখতিয়ার হোসেন বকুল, ইউসুফ আলী খান ঈছা, শাহীন, একরামুল হক।

দর্শনা থেকে শাহ মুহাম্মদ তারিকুজজামান, আলমডাঙ্গা উপজেলা থেকে অন্যতম যুগ্ন কো-অর্ডিনেটর হাবিবুল করিম চঞ্চল, এমদাদ হোসেন, এসএম শাহজাহান ঝন্টু ও বিল্লাল হোসেন বিপ্লব। আমেরিকা প্রবাসী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ এবং কানাডা প্রবাসী প্রকৌশলী ফিরোজ আলী। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, মানুষের উপকারের মধ্যেই মানুষের সার্থকতা, এক্ষেত্রে সারা বাংলা ৮৮ অর্থাৎ এসএসসি ১৯৮৮ ব্যাচ সার্থক। কারণ তারা মানুষের সেবামূলক কাজেই নিয়োজিত

আছে, এ ধরনের কাজে সমাজের অন্যান্যদের এগিয়ে আসা উচিত।

এর আগে এদিন সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছী ইউনিয়নে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. কামাল হোসেন, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার খাদ্য কর্মকর্তা মো. আবু হেনা, কামরুল হাসান হিরো, শাহ মুহাম্মদ তারিকুজজামান ও জেলা কো-অর্ডিনেটর ডা সায়ীদ মেহবুব উল কাদিরসহ এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। সকলেই সামাজিক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেন। সারা বাংলা ৮৮, সুখে দুঃখে পাশাপাশি এই মূলমন্ত্র নিয়ে সারা বাংলা ৮৮ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য এগিয়ে যাবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

উল্লেখ্য, এর আগে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা, জীবননগর ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় সারা বাংলা ৮৮ জেলা প্যানেলের পক্ষ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় নিজ অর্থায়নে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন ইউ.পি সদস্য সামসুল

দামুড়হুদায় নিজ অর্থায়নে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার ও দামুড়হুদা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম।

গত সোমবার থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে, শুরু হয়েছে শীতের তীব্রতা। ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে দামুড়হুদা উপজেলায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় নিজ অর্থায়নে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য সামসুল ইসলাম ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ড কেশবপুর – পুড়াপাড়া – কুষাঘাটায় আজ শনিবার সন্ধ্যার পর দুঃস্থ অসহায়দের বাড়ি,বাড়ি গিয়ে

কুশল বিনিময় করেন ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন চলমান। এরই ধারাবাহিকতায় আপনাদের জন্য আমি নিজ উদ্যোগে কিছু শীতবস্ত্র আপনাদের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছি। আমি ইউ. পি সদস্য হিসাবে নয়, আমি আপনাদের সেবক হয়ে যাতে প্রকৃত দুস্থ অসহায় মানুষের সেবা করতে পারি! সেজন্য আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। শুধু আমার নিজ ওয়ার্ড নয়, যেখানে দুস্থ ও অসহায় মানুষ আছে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি তাদের পাশে থাকব।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কেশবপুর উজ্জল ক্লাবের ক্যাশিয়ার নাজমুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসাধীন ৮২ রোগীর ৪৬ জনই শিশু

তীব্র শীত ও ঠান্ডায় রোগী বেড়েছে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। চিকিৎসাধীন ৮২ রোগীর মধ্যে ৪৬ জনই শিশু। শনিবার সকালে এ চিত্র দেখা যায় স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শয্যা সংখ্যা রয়েছে ৫০ টি। রোগী ভর্তি রয়েছে ৮২ টি। যার বেশির ভাগ রোগীই শিশু। বাড়তি রোগীর চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক, সেবিকা ও সংশ্লিষ্টরা।

শনিবার সকালে কমপ্লেক্সে স্বজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কমপ্লেক্সের মহিলা ওয়ার্ডে রোগী কিছুটা কম থাকলেও, পুরুষ ও শিশু ওয়ার্ড ছিল রোগিতে ভরা। বেড না পেয়ে ফ্লোরে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে। তারা বলছেন,বড না পেয়ে ফ্লোরে চিকিৎসা নেওয়ায় আরো সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্রত বেড বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে ভুক্তভোগিরা।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসা শিশু

আব্দুল্লার পিতা আলামিন বলেন,গেল দুই দিন যাবৎ আমার বাচ্চা নিয়ে ভর্তি আছি। মূলত ঠান্ডা জ্বর নিয়ে ভর্তি করেছিলাম বাচ্চাকে।

শিশু মুশফিকুরের মা রিক্তা বলেন,পাতলা খানা নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে ছিলাম। এখন আপাতত ভালো আছে বাচ্চাটি।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবিকা তোরানিয়া সুলতানা বলেন, প্রতিদিন বমি,পাতলা পায়খানা ও জ্বর নিয়ে বাচ্চা ভর্তি হচ্ছে। এবারের ঠান্ডায় আগের তুলনায় রোগি খুব বেশি। আমরা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে। এরপরও সেবা দিয়ে যাচ্ছি।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাফসান রহমান বলেন, শিশুরা মূলত ঠান্ডা জনিত কারণে, জ্বর,বমি,শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ধরনের বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া বড় রোগীরাও পেটে ব্যাথা,পাতলা পায়খানা ও জ্বর নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসছেন। এদের অনেকে ভর্তি হচ্ছেন। আবার কেউ চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,আগে থেকেই এ কমপ্লেক্সে শিশু রোগীর সংখ্যা একটু বেশি। এরপর গেল কয়েকদিনের ঠান্ডা তীব্র ঠান্ডায় বড়,ছোট সবাই আক্রান্ত হচ্ছে, পেটে ব্যাথা,জ্বর ও বমিতে।

তিনি বলেন, এ সব রোগীদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে মোট ৮২ জন রোগী। এরমধ্যে শিশুই ৪৬ জন।আর বাকি ৩৬ জন বড় রোগী।

মেহেরপুরে শীতের তিব্রতা বৃদ্ধি,জবুথবু জনজীবন

মেহেরপুরে শীতের তীব্রতা বেড়েই চলেছে। ঘনকুয়াশা আর হাড়হীম শীতে সাধারণ মানুষ একরকম গৃহবন্ধী। তবুও জীবন জীবীকার তাগিদে শীতকে

উপেক্ষা করেই যবুথবু হয়ে কর্মে বের হয়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। অনেকেই শীত নিবারনে রাস্তা ও পাড়া মহল্লায় আগুন পোহাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ স্বল্প দামে গরম পোষাক কেনার জন্য ছুটছেন ফুটপাতের পুরাতন কাপড়ের দোকানে। এদিকে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে সহায়তা প্রদানের কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি সরকারী বেসরকারী সংস্থার। ঠান্ডা জনীত রোগে আক্রান্ত শিশু ও বৃদ্ধরা। ঠাঁই নিয়েছেন হাসপাতালে ।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম জানান, আজ সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আদ্রতা ছিল ৯৯শতাংশ।

মুজিবনগর সড়কের অটোচালক কাশেম জানান, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ঘন কুয়াশা আর প্রচন্ত শীত হওয়ায় রাস্তায় নামতে পারিনি। এক সপ্তাহ বাড়িতে বসে আছি আর পারছিনা। তাই প্রচন্ত শীতে আজকে আবার ভ্যান নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছি।

মোনাখালী গ্রামের দিনমজুর আমিন জানান, কনকনে শীতে শরীর ঢেকে রাখলেও হাত দিয়ে ক্ষেত খামারে কাজ করতে হচ্ছে। কাজ করতে না পেরে আমরা মানবেতর জীবন যাপন করছি।

মুজিবনগরে স্বামীর বাইলধারার আঘাতে আহত স্ত্রীর মৃত্যু

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামে দুই সন্তানের রিতা খাতুন (৩০) নামের এক নারীকে বাইলধারা (হাসুয়া ধার দেওয়া কাঠ) দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী জাকারুলের বিরুদ্ধে।

বুধবার সকালে আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। শুক্রবার বিকালে ঢাকা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

রিতা খাতুন মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের জাকারুল ইসলামের স্ত্রী ও একই গ্রামের বাবুল হোসেনের মেয়ে। এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, গত বুধবার (৪ জানুয়ারী) সকালে কথা কাটাকাটির জের ধরে জাকিরুল বাইলধারা (হাসুয়া ধার দেওয়ার কাঠ) দিয়ে তার স্ত্রী রিতা খাতুনের মাথায় আঘাত করে। এসময় রিতার চিৎকারে স্থানীয় গ্রামবাসি জাকিরুলে বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত ডাক্তার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের রেফার করেন। সেখানেও অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।পরে পরিবারের লোকজন ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শুক্রবার(৬ জানুয়ারী)বিকেলে তার মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে তার লাশ নিহতের ভাই মুজিবনগর থানায় নিয়ে এসে থানায় একটি এজাহার দাখিল করেন থানা পুলিশ লাশ হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে প্রেরণ করেন।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদি রাসেল জানান, রিতার পরিবারের পক্ষ থেকে তার ভাই রাজু আহমেদ বাদী হয়ে জাকারুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ মামলাটি আমলে নিয়ে মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা জানার উদ্দেশ্যে লাশ মেহেরপুর মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেপুরে যুগপৎ আন্দোলন ও রাষ্ট্রকাঠামো মেরামত রুপরেখার লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে বিএনপি ঘোষিত যুগপৎ আন্দোলনের ১০ দফা ও তারেক রহমান-এর রাষ্ট্রকাঠামো মেরামত রূপরেখা’র লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি।